শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীগৌরপূর্ণিমা সংখ্যা ২০১৩

শ্রীচৈতন্যের দান
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

ভক্তের আনন্দ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার সন্দেশ
গঙ্গাসাগর, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, ইত্যাদি

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন

শ্রীমঠের সত্তর বছর বার্ষিক সংখ্যা
৫২৭ গৌরাব্দ; ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; ২০১২ খৃষ্টাব্দ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নাদীয়া

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্ন-বিচিন্ন-কর্ত্রী
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী
বিবুধ-বহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী॥

নিখিলভুবনমোহিনী মায়াকে ছিন্নবিছিন্নকারিণী,
জ্ঞানিগের সাধ্য মুক্তিরূপ মোহের বিনাশ-কারিণী,
বিধিমার্গের সাধনাকে শিথিল করেরাগমার্গের আরাধ্য রাধারমণের বসতি,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিলাস করুন।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও গৌড়ীয়-নবযুগ-প্রবর্ত্তক
বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্যভাস্কর অষ্টোত্তরশতশ্রী
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সংস্থাপক
শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর্য্য সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

তদ্ কৃপাভিষিক্ত রূপানুগ সুসিদ্ধান্ত পারঙ্গত বিশ্ব প্রচারক প্রবর
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাধ্যপক্ষ
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের

অনুকম্পায় ও তাঁর মনোনীত
শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচর্য্য মহারাজের

অনুপ্রাণায় শ্রীভক্তিকমল ত্যাগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং শ্রীমহামন্ত্র দাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে যে স্বগৃহে বাস করিয়াছিলেন তাহা বহু লোকের চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য। আবার তিনি যে গৃহাশ্রমত্যাগরূপ লীলা করিয়াছিলেন তাহাও জীবদিগকে চৈতন্য দিবার জন্য। ... চৈতন্যের দান একমাত্র বাংলাদেশে আবদ্ধ নহে। সমগ্র জগৎ, সর্ব্ববর্ণ, পাপী, পুণ্যাত্মা, সধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রাণী তত্তৎ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিত দান গ্রহণ করিতে পারিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব অত সঙ্কীর্ণ নহেন। তিনি মহাবদান্য। তিনি পরিপূর্ণ-চেতনময় বিগ্রহ।

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

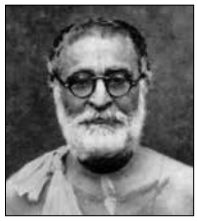
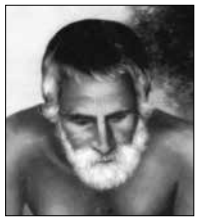

সূচীপত্র

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ২
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যের দান ৩
ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদ ৬
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীগৌরাবির্ভাবে ১০
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ভক্তের আনন্দ ১১
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ১২
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর

তৃণাদপি সুনীচ ১৩

পূর্ব্ববঙ্গ প্রচার ১৬

গঙ্গাসাগর মেলা ২০

শ্রীগুরুপূজা ২৪

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী ২৮

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ৩২
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্র স্বয়ং সঃ ॥

(দশমূলতত্ত্ব নির্য্যাস)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন।

১। আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নয়টি সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে।

২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব।

৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৪। তিনি অখিল-রসামৃত-সমুদ্র।

৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশ তত্ত্ব।

৬। তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতিকর্ত্তৃক কবলিত।

৭। তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।

৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

১০। শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

শ্রীচৈতন্যের দান

ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

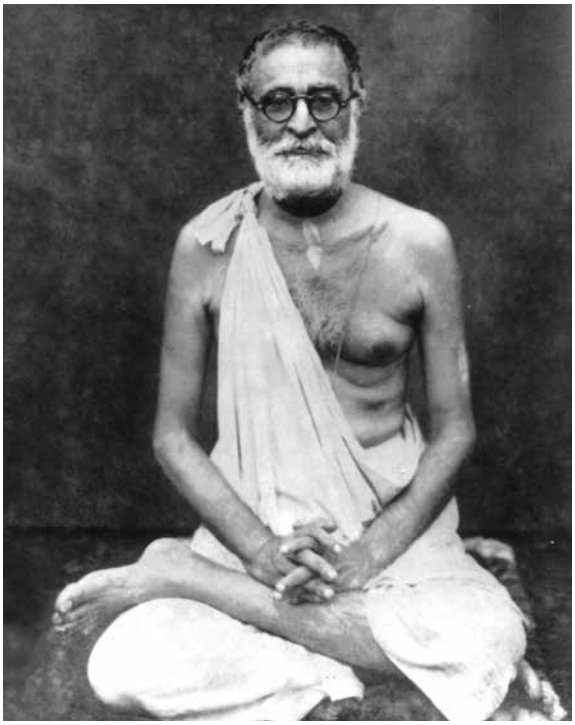

"হেলোদ্ধুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

যে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিসম্ভাষণে গৌড়দেশের অধিবাসিগন সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা করে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন,সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানবজাতি-অভাবক্লিষ্ট, সেই অভাব যাঁরা মোচন করেন, তাঁরা 'দাতা' বলে গৃহীত হন। জগতে যে সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকাল স্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারপর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশাভরসা বেশী থাকে, তাহলে সেই সকল দাতা প্রার্থিগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠতে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান রোগীগণকে, বুদ্ধিমান নির্ব্বুদ্ধিগণকে তাদের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান করেছেন, মানবজাতি তত-বড় দানের আশা –প্রার্থনাও করতে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আসতে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হতে পারে—একথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাবতে ও আশা করতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব, সেইজন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান করছে। ভগবানের সেবা করবার জন্য যাঁরা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত- অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হয়ে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান করতে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তাতে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি, তা হলে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হয়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন মহীরুহের মধ্যমূল। যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তার একটি মূলমন্ত্র গান করেছিলেন, সেই গান ঈশ্বরপুরীপাদ শুনেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুনবার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটি এই,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন- মাধবেন্দ্রপুরীপাদ, ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না , আমরা তা জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কানে পৌঁছেছে, তাঁ'রই সর্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়েছে, আর যাদের কানে পৌঁছে নাই, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই মূল মন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না, তাঁ'র মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই

বিপ্রলম্ভগীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম- আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন করেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হয়ে লীলাশুক তাঁর কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভভজনের কথা ন্যূনাধিক গান করেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বলবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হউক। 'গৌড়দেশের অধিবাসী' অভিমান করে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট রয়েছি। ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা ব্যক্ত হতে পারে না। এই দরিদ্রতা-মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গেয়েছিলেন,—

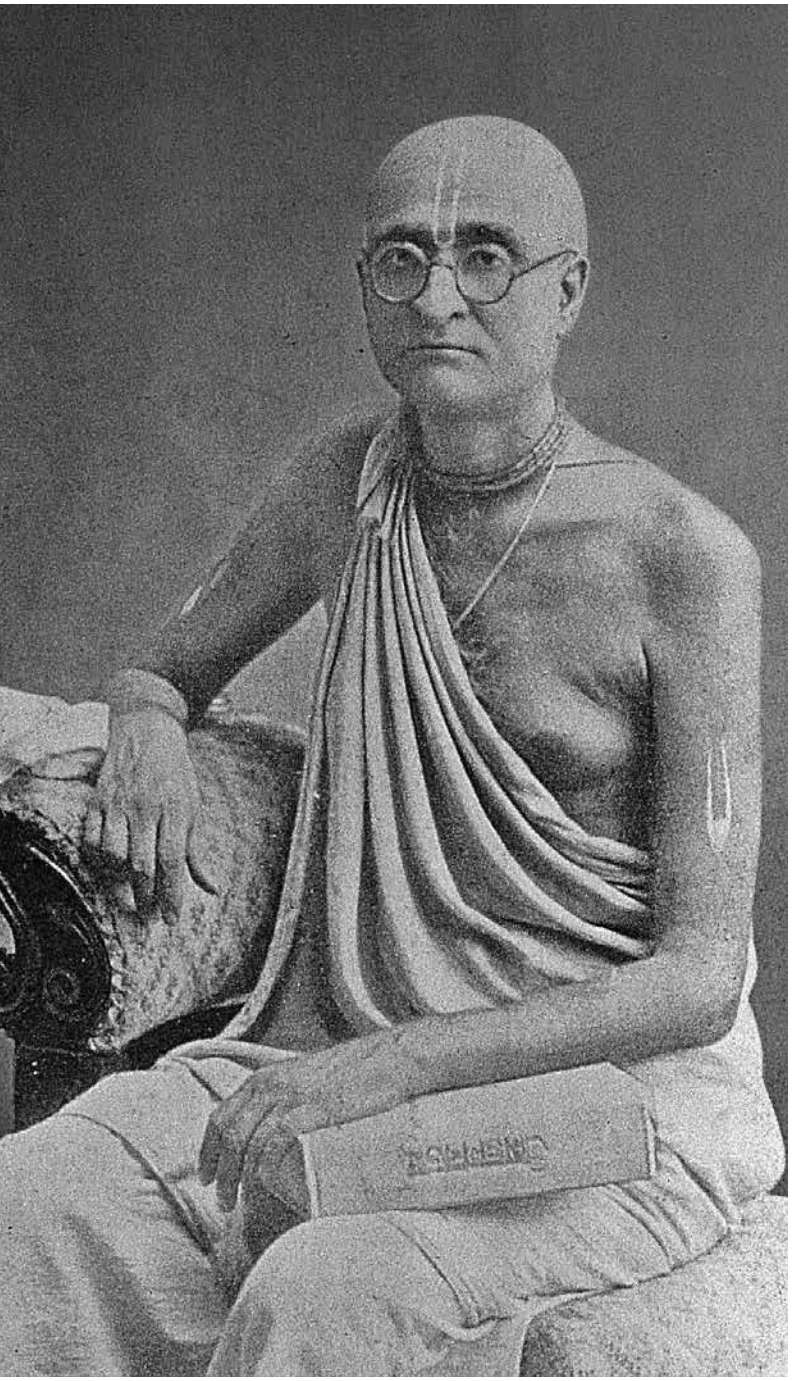

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা করে বলে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগনের নিকট হতে ভগবান যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগন নন্দতনুজকে এই কথা বলেছিলেন, আর বল্লেন--'মথুরানাথ', 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন, এসকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যাকে 'বিরহ' বলা হয়, তাকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণকে বিরহে বলছেন—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরানাথ', আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে গেছ, আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা বলতে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আসতে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল করে মথুরায় চলে গেছ। [এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদগদ, বদনমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রক্তিম আভায় রঞ্জিত এবং নয়নদ্বয় অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভাবিত হইয়া

প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল । মহাভাবগম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণ্যের সভায় শীঘ্রই ভাব সঙ্কোচ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।]

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাকবে? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন করতে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু ; আমাদের জ্ঞান নাই বলে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নাই বলে তুমি জ্ঞানভূমিতে চলে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখতে পাব? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ করেছিলে—আমাদের সর্ব্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চলে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণবিরহবিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তার ঔষধি কোথায়? সেই জিনিসটি হচ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূলমন্ত্র,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

গৌরসুন্দর বল্লেন,—হে বিষয়নিবিষ্টচিত্ত মানবকূল, এই দুনিয়াদারীর ছাইপাঁশের মুটেগিরি করতে করতেও তার প্রতি বিরক্ত এসে কি-প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হবে, তোমরা কি-প্রকারে উৎক্রান্ত-দশায় এসে উপস্থিত হবে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর।

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়।

হে কর্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি, এই কথাটি একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগরূপ কীর্ত্তন জয়লাভ করুক। যে-সকল লোকের বিষয়-কথা শুনতে শুনতে কর্ণ একেবারে বধির হয়ে গেছে, তা'দিকে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন শুনাতে হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকুল সাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয় ভোগের স্রোত তা'দিকে মায়াবাদসাগরের

শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর
দেবগোস্বামী মহারাজের হরিকথা
স্থান—বগুড়া, ১৯৪৬ সন

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলা গ্রন্থ মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীচৈনত্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত অন্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয়। কাব্য ও দর্শন বিচারেও শ্রীচরিতামৃত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থও শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্য অপূর্ব্ব দান। তাহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ...

সত্যকে সত্য বলিয়া না মানিলে পাষণ্ডতা প্রকাশ পায়। শ্রীচৈতন্যদেবকে মানিয়াও তিনি যাঁহাকে মানেন—তাঁহাকে না মানিলে চৈতন্যদেবকেও মানা হয় না। ...

মুখবন্ধ শ্লোক—

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্ত-মেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈস্-
তজ্জ্ঞত্ব রত্নালয়তাং প্রযাতি॥

এখানে ভক্ত গুরু-স্থানীয় এবং ভগবান শিষ্য-স্থানীয়। ভক্তমুখ হইতে যে কথা নির্গত হইতেছে তাহা শিষ্যস্থানীয় ভগবান্ শ্রবণ করিতেছেন।

মেঘের তুলনা—সমুদ্র হইতে জল উঠা দেখা যায় না, কিন্তু বৃষ্টি পতিত হইলে দেখা যায়। মেঘ সমুদ্রে জল বর্ষণ করে। তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপারূপ বাষ্প অদৃশ্যে উত্থিত হইয়া শ্রীরামানন্দ-রূপ মেঘে সঞ্চারিত হইয়া প্রকাশ্যে কৃষ্ণকথা বারিধারা-রূপে কৃষ্ণ-সমুদ্ররূপ মহাপ্রভুর প্রতি বর্ষিত হইতেছে। ...

শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া দেখাকরেন বলিয়া ভবিষ্য-পুরাণে উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভব—লীলা নিত্য। কাজেই তাঁহারা দিব্যদেহে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই আগমন করিতে পারেন। ...

ভগবৎবস্তু বিভুবস্তু। তাঁহার বিরহে গভীর দুঃখ এবং মিলনে পরমানন্দ লাভ হয়। বিরহে বাহিরে দুঃখ—কিন্তু অন্তরে আনন্দাস্বাদ হয়।

জীবচৈতন্যে অন্তর্নিহিত ভক্তি বিদ্যমান। সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংসে ভক্ত কৃপায় আত্মবৃত্তি-রূপ ভক্তি প্রকাশিত হয়। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে হরিনাম শ্রবণে ঝাড়খণ্ডে ব্যাঘ্র প্রভৃতির সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হওয়াতে আত্মবৃত্তি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণনাম করিয়াছিলেন।

Wireless টেলিগ্রাফে যেরূপে একটি সূক্ষ্মস্তরে শব্দ চালনা করা হয় এবং তাহা বহু বাহ্যিক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অন্যস্থানে যাইয়া নিজেকে প্রকাশ করে তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের কৃপাশক্তি ব্যাঘ্রদির মানস-বাধা অতিক্রম করিয়া আত্ম-তত্ত্বে কাজ করিয়াছিল। ...

রামানুজীয় সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিদের জীয়ড় বলে। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মন্দির জীয়র-নৃসিংহ মন্দির বর্ত্তমনে বিশাখা-পত্তনের নিকট অবস্থিত। পুরী হইতে দাক্ষিণাত্যের পথে জীয়ড়-নৃসিংহ মন্দির পার হইয়া গোদাবরী নদী। গো=জল, দা=দান কারিণী, বরী=শ্রেষ্ঠা। গোদাবরীর কোটীলিঙ্গ ঘাটে পার হইয়া শ্রীমহাপ্রভু অপর পারে গোষ্পদ ক্ষেত্র—গৌতম ঋষির আশ্রম স্থানে উপস্থিত হইলেন।

স্মৃতি প্রবল হইয়া 'intensified হইয়া' বাহিরে তাহার রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। এ জগৎ অবিদ্যা-কল্পিত, ইহা সরিয়া গেলে আত্মজগৎ বা বাস্তব জগৎ প্রকাশিত হয়। তাহা মায়ার মধ্যে উদিত হয় না। ভগবৎবস্তু ও ভগবৎধাম চেতন বস্তু। তাঁহারা যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইতে পারেন। তাহা স্বাধীনও বটে। কাজেই মহাপ্রভুর ইচ্ছা অঙ্গীকার করিয়া ধাম প্রকাশিত হন এবং ভক্তেরও তদ্রূপ হয়। ধাম বাস্তববস্তু জন্য আত্ম-সত্ত্বায় নির্ম্মিত—স্বয়ং প্রকাশিত নিত্যতত্ত্ব। ...

শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনেই শ্রীরামানন্দ রায়ের অন্তরে শতশূর্য্যসম কান্তি অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইলে জীবের হৃদয়ে যে আলোর জ্ঞান সৃষ্টি করে সেইরূপ শতসূর্য্য উদয়ের ন্যায় রামানন্দ রায়ের অন্তরে ভাব স্বষ্ট হইল। ...

শিষ্য গুরুদেবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীগুরুদেব তাহাকে কৃষ্ণে সমর্পণ করেন। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে সেইভাবে কৃষ্ণস্মৃতি করিতে আদেশ দিলেন। ...

সেবক কিছু দিতে আসিলে গুরুদেব কৃষ্ণস্মৃতিতে উদ্দিপ্ত হইয়া সেবকের বস্তু কৃষ্ণে অর্পণ করেন।

সাত্বিক ভাব বিকার ইংরাজীতে Emotion বলিয়া ধারণা করা যায় না। সাত্বিকভাব সমূহ মনুষ্যদেহে প্রকাশিত হওয়া একরূপ অসম্ভব। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত মহাপ্রভুর দেহে এ সমস্ত ভাব দর্শন করিয়া সেই কথাই বলিয়াছিলেন। "মনুষ্যের দেহে দেখি এবড় আশ্চার্য্য"। সাধারণতঃ রত্যাভাস বা ছায়ারতি দেখা যায়। 'ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম' ইত্যাদি শ্লোক রসের definition. —ভাব শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। ...

দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে প্রেমময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জড়জগতের কোন দ্রব্য চিজ্জগতে পৌঁছিতে পারেন না। মাত্র শুদ্ধভাবটি তথায় পৌঁছায়।

মাধবদাস বাবাজীর চানাভাজা বঙ্কুবিহারীকে প্রদান ও প্রিতষ্ঠানপুরের ব্রাহ্মণের পায়স গরম আছে কিনা পরীক্ষা কালে বাহ্য শরীরে ফোস্কা হওয়া প্রভৃতি উপাখ্যান ভাব-সেবায় প্রকাশিত। ভাব উদ্দীপ্ত হইলে তাহার দ্বারাই শ্রীভগবানের প্রকৃত সেবা হয়। কর্ম্মদ্বারা সূক্ষ্মদেহ প্রস্তুত হয়, তাহা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত। উহা ব্রহ্মলোকের আগুণে পুড়িয়া যায়। কেবল আত্মদেহে বৈকুণ্ঠে গমন হয়। জড় কোন দিন বৈকুণ্ঠে যায় না। ...

"বিষ্ণুভক্তি সাধ্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণে তাহার প্রাপ্তি হয়। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বাহিরে যাহারা আছে—তাহাদের এবং পশুপক্ষীদের উপায় কি ? জীব বিভাগে দেখা যায়—

১। আচ্ছাদিত চেতন—বৃক্ষ প্রভৃতি।

২। সঙ্কুচিত চেতন—পশুপক্ষী।

৩। মুকুলিত চেতন—সাধারণ মনুষ্যসমাজ। তার মধ্যে আবার (ক) নিরীশ্বর নির্নৈতিক (খ) নিরীশ্বর নৈতিক (গ) কল্পিত সেশ্বর নৈতিক।

৪। বিকশিত চেতন—বাস্তব সেশ্বর নৈতিক।

৫। পূর্ণ বিকশিত চেতন—ভগবদ্ভক্ত। ইত্যাদি বিভাগ রহিয়াছে।

এই বাস্তব সেশ্বর নৈতিক হইতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আরম্ভ। জগতের অধিক লোকের অধিক মাত্রায় উপকার করিতে গেলে সকলের উপকার করা সম্ভব হয় না। অনেক স্থালেই তাহাদের অপকার করা হয়। অথবা বহু পশু ও বহু বৃক্ষাদির অসুবিধা করা হয়। ...

অন্য পূজার ফল—দেবান্ দেবযজো যান্তি ইত্যাদি শ্লোকে গীতায় স্পষ্টভাবে বলা আছে। কিন্তু যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি ওঁ তৎবিষ্ণোঃ পমরং পদং ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণে—বিষ্ণু উপাসনা ব্যবস্থা আছে। সাত্বিক পুরাণ সমূহে সাক্ষাৎভাবে এবং রাজসিক ও তামসিক পুরাণের মধ্যেও পরোক্ষভাবে বিষ্ণু পরতত্ত্ব বলিয়া প্রকাশিত আছেন। "আমিষ বড়িষ ন্যায়" অনুযায়ী ভগবৎসেবার দিকে যাইবার জন্য তামসিক ও রাজসিক পুরাণে অন্যান্য দেবতার পূজার কথা লিখিত থাকিলেও মুখ্যতঃ বিষ্ণুসেবার দিকেই লইবার ব্যবস্থা আছে। ... চেতনতা পুরুষের লক্ষণ এবং কর্য্যকারণতা বা ক্রিয়া-শীলতা শক্তির লক্ষণ। ...

বিষ্ণু এবং বিষ্ণু লীলাকথার নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। বিষ্ণু স্মৃতিই—বিধি এবং বিষ্ণু বিস্মৃতি—অবিধি

'সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ', 'তপস্বিনো দানপরাঃ'...ক্ষেমং ন বিন্দন্তি যদর্পণং বিনা। ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণাশ্রমের শেষ তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়—বিষ্ণুসেবা। কর্ম্মার্পণ তাহা হইতে উচ্চ। উহা বিষ্ণুসেবার দিকে বিষ্ণুর প্রীতির দিকে দৃষ্টি আনয়ন করে। কর্ম্মার্পণ—অর্থাৎ ভোগবুদ্ধি বশতঃ একটা কার্য্য করিয়া তার ফলদান। কৃষ্ণার্পিত কর্ম্ম অপেক্ষা শরণাগতি মূলক কর্ম্মত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তখনও তাঁহাকে আসিতে বলা হইয়াছে। তখনও আত্মভূমিতে প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ...

পরে জীব ব্রহ্মাণ্ডের অস্মিতা অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মভূত হয়। অর্থাৎ চিৎসাম্য উপলব্ধি লাভ করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ ধাম চিৎবিশেষ-ধাম। তার উপলব্ধি হয় নাই , অথচ ব্রহ্মভূত অবস্থায় সে তটস্থ অর্থাৎ জড়জগতের শেষ সীমায় এবং চিৎ জগতের প্রথম সীমানায় উপস্থিত হইয়াছে। তখনও ভক্তিলাভ হয় নাই; ভক্তিলাভ হবে। ... তারপর বললেন—জ্ঞান শূন্যা ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য ইত্যাদি শ্লোক। ভোগে জড় সমৃদ্ধির চেষ্টা। জ্ঞানে জড়-প্রয়োজনীয় নহে—এই বিচার উপস্থিত হয় এবং মুক্তি প্রার্থনীয় হয়। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় ত্যাগ করিয়া আনুগত্যময় জীবনের চিত্তবৃত্তি উদিত হইলে সেই জীবনে সাধুজনের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রদ্ধাযুক্তভাবে শ্রবণ আরম্ভ করিলে প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল আরম্ভ। অর্থাৎ ব্রহ্মভূত ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাসী সাধুর কথা শুনিতে আরম্ভ করে। শ্রবণ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনে তা প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি অজিত তোমাকে (ভগবান্‌কে) জয় করিতে পারেন। আনুগত্য দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিয়া তবে ভগবৎবস্তুর সঙ্গলাভ হয়। ...

'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'—অথ মানে সাধুসঙ্গাৎ অনন্তরং। কর্ম্মাধিকারের পর জ্ঞান অধিকার নহে বা শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি লাভের পরও নহে। প্রকৃতপক্ষে সাধুর কথা শ্রবণে বা সেবায় কোন জাতি বা আশ্রমেস্থিত থাকুন বা যে কোন জীব হউন না কেন তাহার কল্যাণ হইবে। সাধুকৃপায় তার ভগবৎ অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। সাধুসঙ্গের পর ক্রম অবস্থায় প্রেম পর্য্যান্ত লাভ হয়। ...

ভগবান্ ও ভক্তগণ যে ধর্ম্মের কথা বলেছেন বা ভাগবতগণ যে ধর্ম্মের আচরণ করেছেন বা শ্রীভাগবত যে ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত করেছেন—তাই ভাগবত ধর্ম্ম নামে পরিচিত।

ভাগবত ধর্ম্মের আচরণে সকলের অধিকার আছে। স্বধর্ম্ম আচরণ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণ না করিয়াও ভাগবত ধর্ম্মের অধিকার প্রাপ্তি হইতে পারে। হরির ভজন না করিলে শ্রেষ্ঠ কুলে বা শ্রেষ্ঠ আশ্রমে অবস্থিত হইলেও তার পতন অবশ্যম্ভাবী। কেহ যদি হরিভজন করে সে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে—তেপুস্তপস্তে ইত্যাদি। ... ভগবান বা ভগবৎভক্ত যে কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন সেই জাতীত্ব তাহাকে স্পর্শ করে না। প্রকৃত দ্রষ্টব্য যে তাঁর অন্তর্দেহ কোথায় আছে। বাহিরে তিনি কি অবস্থায় আছেন তা দ্রষ্টব্য নহে। মহাপ্রভুর উক্তি হরিদাস ঠাকুরের প্রতি—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থ স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞতপো দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যায়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥

ভগবন্নামে জীবের প্রকৃত শুদ্ধি স্নান হইতেছে—যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। তুলসী কহে—"হরি না ভজে ত চার চামার" অর্থাৎ চর্ম্মদর্শনকারী। যস্যাত্ম বুদ্ধিঃ কুনপে ত্রিধাতুকে অর্থাৎ যাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করে তারা গরু এবং গাধা অথবা গরুর মধ্যে গাধা। ...

ভৌম ইজ্যধিঃ—প্রস্তর মাটি, পূজনীয় মনে করে। প্রস্তর মৃত্তিকা—শ্রীবিগ্রহ নহে। শ্রীবিগ্রহ জড়বস্তু নহেন। যৎতীর্থ-বুদ্ধিঃ সলিলে—বাহিরে জড়স্পর্শ করিলেই শুদ্ধি হয় না। অন্তরে সেই বস্তুর চিন্ময় অনুভব না হইলে কোন সুবিধা হইবে না। ...

হরিভজনে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ। শাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে যাহাদের আমরা খাইতেছি তাহারাও আমাদের খাইবে। বিশেষতঃ হিংস্র জন্তুর বৃত্তি পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যের সন্তানকে খেয়ে ফেলবার আমাদের কি অধিককার আছে? হরিভজনকারীর অন্ততঃ ভদ্র চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত। হিংসা পরিত্যাগ অতি প্রাথমিক অবস্থা। হরিভজনে কি শ্রেষ্ঠ মধুর অবস্থায় যাওয়া যাইতে

পারে তা চিন্তা করিলে আনন্দে আপ্লুত হইতে হয়। ... মায়া জয় করিতে হইলে—সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। ইহাতেই মায়া জয় হইবে। স্বরূপ প্রকাশিত হইলেই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ পাইবে।

শ্রীগৌরাবির্ভাবে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

উঠিল মঙ্গল-রোল জগন্নাথ মিশ্রের অঙ্গনে।
সুপ্ত ধরনীর হ'ল ধ্যানভঙ্গ মহা-সংকীর্ত্তনে॥

সেদিন মধুর দিব্যধ্বনি, উদ্বেলিয়া ত্রিভুবন
প্রদানিল দিব্যকণ্ঠ। সুরাসুর চেতনাচেতন
অনন্তের মঞ্চতলে প্রেমানন্দে উঠিল গাহিয়া
'জয় গৌরাঙ্গের জয়'। শচীগর্ভ সিন্ধু বিমথিয়া
সেইক্ষনে অবির্ভূত তুমি অকলঙ্ক পূর্ণশশী
গৌরচন্দ্র। তোমার পার্ষদবৃন্দ মহানন্দে ভাসি'
তুলিল বিকুণ্ঠতান। ধরনীর যত অসুন্দর

হ'ল তব দ্যুতিমালা সন্দীপিত পুরট সুন্দর—
হরি—নিত্যানন্দময়! সেই শুভ্রা ফাল্গুনী সন্ধ্যায়
যে মহা কীর্ত্তন রোল মহাপ্রেমে মাতিয়া বেড়ায়
অনন্তব্রহ্মাণ্ড ভেদি' গোলোকে-দ্যুলোকে-বৃন্দাবনে—
সে আজি বিমলস্পর্শ দিয়ে যায় দখিনা পবনে
ক্ষণে ক্ষণে দিব্যভাব অনিন্দ্য-সুন্দর অভিনব।
আজিও ভকত লভি ভক্তিযোগে তারি অনুভব
প্রেমানান্দে গড়ি যায়; অবাধ-আনন্দ-অশ্রুধারা।
উৎফুল্লা ধরনী তাই জয়োল্লাসে আজি আত্মহারা॥

বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে তারি নিত্য অচিন্ত্যপ্রকাশে
কত শত চন্দ্র সুর্য্য তারাদল উচ্ছলিয়া হাসে
নাচে গায়। সে যে চির নিত্যধন; নিত্য বসুধায়
তোমারি জন্মের মত, তোমারি সে—নিত্যলীলাময়!
অপ্রাকৃত কর্ম সম। সেবাময় প্রেমদৃষ্টি ভরে
ভক্তগণ নিরখিছে তাই আজি শচীর মন্দিরে
তব নিত্য আবির্ভাব। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তুমি।

মায়া-জালাবৃত-চক্ষু সুদর্শন-হীন জন আমি
পতিত, অধম, পুণ্যহীন; নিজকৃত কর্ম-দোষে
ভবার্ণবে পড়ি, বহু দুঃখ পাই অশেষে বিশেষে।
আমারে তুলিয়া লহ কেশেধরি' করিয়া উদ্ধার
শ্রীচরণে। এদীন-তারণ নাম ঘুষুক সংসার।

আজি শুভ অবির্ভাবে পুনঃ পুনঃ নমি দয়াময়—
ব্রহ্মাদি দুরধিগম্য তব দিব্য অচিন্ত্যলীলায়॥

ভক্তের আনন্দ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যত বাণী ক্রমশঃই পূর্ণ প্রকটিত হইতেছে—দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। বিশ্বময় এই শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিরূপে যে মহাপুরুষ কিছুদিন পূর্ব্বে এজগতে আবির্ভূত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতার লৌহবর্ম্ম ভেদ

করিয়া এই বাণীকে রূপদান করিয়াছিলেন, আজ অন্তরের পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা সেই শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী পাদকে প্রণাম করি। বিশ্বের দ্বারে দ্বারে তিনিই প্রথম শ্রীচৈতন্যবাণীর বার্ত্তাবহরূপে বৈকুণ্ঠদূত ত্রিদণ্ডিপাদগণকে প্রেরণ করিয়া মোহনিদ্রাগত জীব কুলের পরম মঙ্গল বিধান করেন। তিনিই বিপুল ভাবে গৌরধাম পরিক্রমার প্রবর্তন করেন। তাঁরই অনুগত ভৃত্যসূত্রে আজও সমগ্র গৌড়িয়মঠ তথা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পৃথিবীব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণীর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থাই জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ। তিনি—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্ন বনস্থো যতীর্ব্বা।
কিন্তু প্রত্যোন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

এই শ্লোকে জীবের একমাত্র নিত্যপরিচয় প্রদানের দ্বারা প্রতিটি জীবকে অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা বিশ্বমানব যে আজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে চলিয়াছি ইহা তাঁহারই স্নেহপ্রদত্ত ফল।

আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে আমরা সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির চরণে শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের প্রণাম মন্ত্রে নিজদিগকে নিবেদন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছি।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর

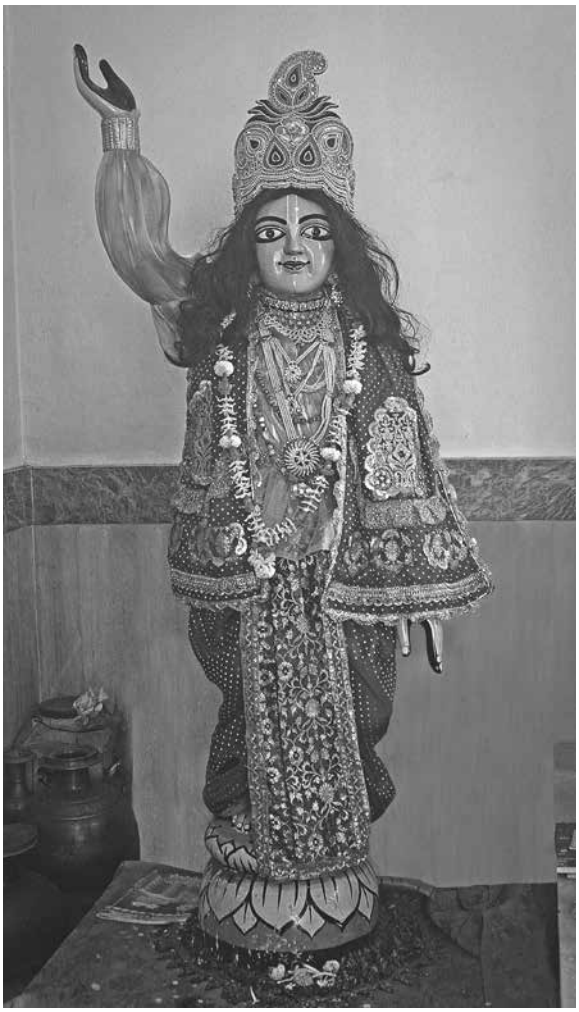

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
যে ন মজ্জন্তি মজ্জনতি তে মহানর্থসাগরে ॥৩৫॥

প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রস-সাগরে।
চৈতন্য-চন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥৩৬॥

অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
সুপ্রকাশ হৈল প্রেমসিন্ধু।
সুসম্বন্ধ-তত্ত্বজ্ঞান, গৌর সবে কৈল দান,
জ্যোৎস্না যথা দান করে ইন্দু ॥

অজ্ঞান অনর্থ পাপ, দূর হৈল সর্ব্ব তাপ,
সুপন্থা সবার হৈল দৃষ্ট।
ভক্তিমার্গে ধায় সব, দুঃখ না বাসয়ে লব,
পূর্ণ হৈল মনের অভীষ্ট ॥

ছাড়িয়া সকল মদ, চৈতন্যচন্দ্রের পদ,
যেই জন লইল শরণ।
প্রেমানন্দ সিন্ধু জলে, অবগাহি কুতূহলে,
নিত্যানন্দে হইল মগন ॥

গৌরাঙ্গ যে না ভজিল, মায়া মোহে সে মজিল,
মহান্ অনর্থ সিন্ধু মাঝে।
কাম ক্রোধাদিক যত, কুম্ভীরে গরাসে শত,
আত্মঘাতী হৈল মূর্খরাজে ॥

প্রেম-সুধা-রসপান, অভাবে অভাগ্যবান্,
কুবিষয় তৃষ্ণায় ব্যাকুল।
অদান্ত ইন্দ্রিয় যত, জ্বালা দেয় অবিরত,
দুঃখনাশে অন্তর আকুল ॥

বিষয় তৃষ্ণার বশে, কামী হৈয়া নানা দেশে,
ধায় যথা দীন হীন জন।
ক্ষারপূতিগন্ধ জলে, পিয়া মরে ভাগ্য ফলে,
লাভ নাহি হয় কভু ধন ॥

যদি তুচ্ছ ধন পায়, আত্মার কি সুখ তায়,
আত্মা নিত্য নিত্যানন্দ চায়।
জড় সুখ স্বর্গ ভোগে, নাহি যায় ভব-রোগে,
কাম্য ভোগে কাম নাহি যায় ॥

বুদ্ধিমান যদি হয়, করে গৌরপদাশ্রয়,
দীন হীন অকারণ বন্ধু।
করুণায় প্রকটিল, সর্ব্ব ঠাঁই বিস্তারিল,
মহা প্রেমামৃতরসসিন্ধু ॥

নিজে পিয়ে অবিরত, পিয়ে অনুগত ভক্ত,
প্রেমধনে ধনী ত্রিভুবন।
হেন গৌর অবতারে, সৌভাগ্য বঞ্চিল যারে,
দীন হৈতে দীন সেই জন ॥৩৫-৩৬॥

তৃণাদপি সুনীচ

(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই কলিতে জীবগণের নিশ্রেয়স লাভের উপায় ও চরমে উপেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিরুপরাধি শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইলে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লভ্য হয়। কি অবস্থায় নিরপরাধে শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে তাহাই সুষ্ঠুভাবে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকে শ্রীমুখে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উপদেশ দিয়াছেন। তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, নিজে অমানী অন্যজীবে নিত্য কৃষ্ণদাসজ্ঞানে মানদ হইয়া কীর্ত্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তনকারীর তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মও যেরূপ পালনীয়, মানদ ধর্ম্মও তদ্রূপ পাল্য। এই ভগবদ্বাক্যে কিছুমাত্র স্ববিরোধ নাই। একের পালনে অন্যের ব্যাঘাত কিছুমাত্র ঘটে না।

জীবমাত্রেই "জানে বা, না জানে সবে কৃষ্ণদাস" কষ্ণদাসই আত্মার নিত্যবৃত্তি। জীব বহুজন্ম-সঞ্চিত সুকৃতিফলে যখন সর্ব্বশুদ্ধ পদাশ্রয় লাভ করে তখন তাহার এই সম্বন্ধ-জ্ঞান উদয় হয়। গুরুদাস যত ব্যবধানরহিত অবস্থায় শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিতে থাকেন ততই তাঁহার দেহ মনের সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধের উদয় হয়। নিত্য কৃষ্ণদাসজ্ঞানে আত্মার নিত্যধর্ম্মে যাবতীয় জীবকে তাঁহার পরম আত্মীয় বোধ হয়, আর তাঁহার উপেক্ষার বস্তু থাকেন না। গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্ব-ধন বিলাসবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে গিয়া অতি কুৎসিতস্বভাব অস্পৃশ্য সুরাপায়ী দুর্বৃত্ত দস্যু জগাই মাধাইএর আত্মবৃত্তিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ তাঁহাদের বদ্ধাবস্থায় রুচি ও প্রকৃতি সম্যক জানিয়াও তাঁহারা নবদ্বীপবাসী যাবতীয় নাগরিকের অস্পৃশ্য ও অক্ষম হইলেও দয়াল-শিরোমণি তাঁহাদের নিত্য কৃষ্ণদাস্য বৃত্তি উপেক্ষা করেন নাই—উপেক্ষা করিলেন তাঁহাদের মায়াবদ্ধ অবস্থার রুচি ও প্রকৃতিকে। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস ও ভক্তির অধিকারী, তাই শুদ্ধহরিকীর্ত্তনশ্রবণ ও সাধুসঙ্গের সুকৃতি দিয়া তাঁহাদিগকে আত্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা ভুবনপাবন ভক্ত হইয়া নবদ্বীপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এটি অবশ্যই জীবের নিত্যস্বরূপের প্রতি গুরুশ্রেষ্ঠের মানদ ধর্ম্মের পরিচায়ক। তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু ধর্ম্মের সহিত ইহার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ঘুণাক্ষরে বিরোধ নাই।

দেহ-মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া জীব যতই হীনাবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহাকে নিত্য কৃষ্ণদাস এবং স্বরূপে পূর্ণ শুদ্ধ জানিয়া তাঁহার আত্মধর্ম্মের সম্মান করিতে গুরুদাস মনে প্রাণে সর্ব্বদা চেষ্টিত।

আত্মার স্বরূপ ও বৃত্তি বদ্ধজীবের বাক্য ও মনের অগোচর। তাই পরম কারুণিক নিত্য মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ জীবের অশেষ কল্যাণ কামনায় স্বয়ং শ্রীবেদ. শ্রীগীতা, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র ও উপযুক্ত পাত্রগণকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্রে জীবকে জগৎ কি, ভগবান্ কি বস্তু এবং পরস্পরের সম্বন্ধ কি প্রভৃতি নিত্য তত্ত্ব উদিত করাইয়াছেন। আম্নায়পর্য্যায়ে শ্রীগুরুর কৃপায় গুরুদাসের ঐ সম্বন্ধ জ্ঞান লভ্য হইয়াছে। দৈবমায়ামুগ্ধ জীব যখন দেহমনোধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎ ও শাস্ত্রবাণী উলঙ্ঘনে নিজ বদ্ধ অবস্থার রুচি বা প্রকৃতি অনুযায়ী হরিকীর্ত্তনের অভিনয়ে নিজ ও দশের অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ করিতে প্রয়াসা হন, গুরুদাস নিজের পরমাত্মীয়ের এবম্বিধ সর্ব্বনাশ-প্রয়াসে আর স্থির থাকিতে পারেন না। নির্ভয়ে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অকাতরে সহ্য করিয়া তরোরপি সহিষ্ণু ধর্ম্মের পরিচয়ে সমস্ত মান অপমান, সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগে তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী হইয়া বদ্ধ জীবের নিত্য শুদ্ধ আত্মবৃত্তির প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনে মানদ হইয়া নিজের ও বদ্ধজীবের চরম কল্যাণ কামনায় গুরুপাদপদ্মে লব্ধ ভগবান ও শাস্ত্র-নির্দ্দেশানুযায়ী শুদ্ধ হরি কীর্ত্তনের আচার ও প্রচার করিতে ব্রতী হন। ইহাতে যদি শাস্ত্র ও সম্মার্গ উল্লঙ্ঘনকারী কাহারও হরিকীর্ত্তন অভিনয়ে বাধা পড়ে, তাহা অনিবার্য্য। নিজে আচরণ করিয়া গুরু ও শাস্ত্র অনুমোদিত যে কীর্ত্তন ও প্রচার তাহাতে কিছুমাত্র দ্বেষ বা হিংসার স্থান নাই। দক্ষিণদেশ উদ্ধার-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দুষ্টমত দূরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া তত্রত্য মতবাদিগণের প্রতি অশেষ কৃপাই করিয়াছেন—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদীগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্র উদ্গ্রাহে সবে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপিয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥
চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

নিরীশ্বর বৌদ্ধগণ অসম্ভাষ্য; শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও কৃপা করিয়া জীবের আত্মধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের গর্ব্বখণ্ডনে অশেষ কল্যাণবিধান করিলেন।

পাষণ্ডের দল আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লইয়া॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু, খর্ব্ব খণ্ডাইতে॥

ইহাই প্রকৃত মানদ-ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ইহাতে তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। এ অহৈতুকী কৃপায়ও পাষণ্ডীগণের স্বভাবোচিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তবে সে ক্ষেত্রেও যেরূপ পাষণ্ডীগণের চেষ্টায় তাহাদিগের গুরুই শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন মহাপ্রভুর কেশ স্পর্শও করে নাই, বর্ত্তমানেও তদ্রূপ অসৎ চেষ্টায় ফলে অসদ্‌গুরুই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ী জীবের কেশস্পর্শও করিতে পারেবে না। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তরূপা লীলার অনিবার্য্য বিধান-মন্ত্র। নিজে আচরণ করিয়া শুদ্ধহরিকীর্ত্তন প্রচার করাই গুরুদাসের নিত্যবৃত্তি—যুগপৎ স্বার্থ ও পরার্থপরতা। এই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনই সকল সাধনের পরম সাধন; ইহার ভাবই বদ্ধজীবের পরম কল্যাণকর ও আত্মবৃত্তি উন্মেষের কারণ।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নিজ আচার ও প্রচার ভক্তের আচার প্রচার সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। উৎকল ও মাদ্রাজ রাজ্যের প্রতাপশালী স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র মহারাজকে দীক্ষা দিবার জন্য যে সময়ে তিনি সর্ব্বভৌমকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন তখন তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পমং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষমভক্ষণতোপাসাধু॥

আর সাবধান করিয়া দিলেন—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুন যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ

পুনরায় আবার যখন সেই প্রতাপরুদ্র রায় রামানন্দের বৃত্তি (বর্ত্তন) স্থির করিয়া "চৈতন্য চরণে রহ যদি আজ্ঞা হয়" বলিয়া ভক্ত-সেবার এবং পাণ্ডুবিজয়ে—

স্বর্ণ মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জনে।
চন্দন-জলে করে পথ নিসিঞ্চনে॥

শ্রীজগন্নাথদেবের দাসবৃত্তির পূর্ণ পরিচয় দিলেন তখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় মিলিল; ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন ঘটিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণকৃপামূলে প্রতাপরুদ্রের ঔপাধিক নরপতিরবেশ অনায়াসে উপেক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহার আত্ম-বৃত্তি ভক্ত ভগবানের সেবা প্রতি মানদ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে নিরপরাধে হরি-কীর্ত্তনই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন বা অভিধেয়সার। যেখানে সেই অনুগত্য ধর্ম্মের অভাব, যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবরোগ-মহৌষধি শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র স্থলে মনঃকল্পিত শব্দাবলীর আবাহন, যেখানে গুরু-বৈষ্ণববর্গের প্রতি জাতিবুদ্ধি, অবজ্ঞা ও মহাবৈষ্ণবাপরাধ, যেখানে নামবলে পাপবুদ্ধি, যেখানে শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীভাগবতের দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগবিলাসের আবাহন, যেখানে মহদতিক্রমরূপ অপরাধাদির উদয় হয়, গুরুদাসগণ সেখানেই অপরাধীকে পরম আত্মীয় বোধে তাহার আত্মবৃত্তির প্রতি মানদ হইয়া তাহার তাৎকালিক বদ্ধ অবস্থার শাস্ত্র ও গুরুবৈষ্ণব-আদেশবিরুদ্ধ রুচি ও প্রকৃতির প্রতিকূলে কার্য্য করিতে বাধ্য হন; এটি বদ্ধ জীবের তাৎকালিক অবস্থায় প্রীতিকর বোধ হয় না, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বদ্ধজীবের দেহ মনের প্রীতিকর কার্য্যে বদ্ধতাই বৃদ্ধি হয়। এক্ষেত্রে নিজ নিজ চরিত্রে পূর্ণভাবে আচরণ করিয়া শাস্ত্র ও গুরু-বৈষ্ণবের (ষড় গোস্বামীর) বাণী-প্রচার মুখে শুদ্ধ-কীর্ত্তন ব্যতীত বদ্ধজীবের মনোব্যাসঙ্গ ছিন্ন করিবার উপায়ান্তর নাই। গুরুদাসের শাস্ত্রগুরু উক্তি ব্যতীত এই বন্ধন ছিন্ন করিবার

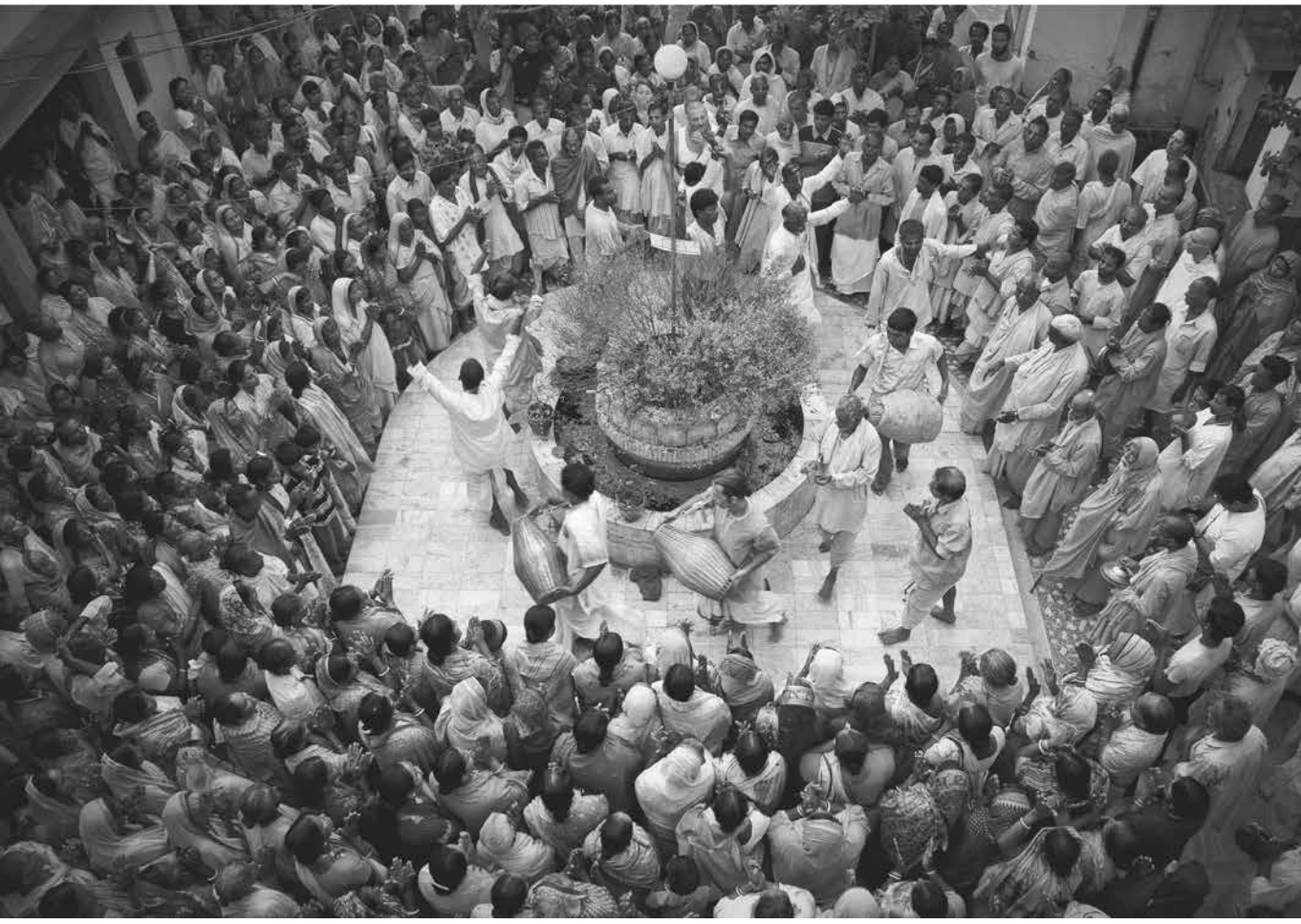

অন্য কোন অস্ত্র নাই। তাই সর্ব্বধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীভগবান্ প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে ইহার প্রতিকার উপদেশ করিলেন—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"
ভাঃ ১১।১১।৩৩

শ্রীগুরু আশ্রয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুনিত্যানন্দের পদানুসরণ ব্যতীত গুরুদাসের উপায় নাই। শাস্ত্রগুরুবাক্য-লঙ্ঘনে বদ্ধজীবের রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি অক্ষম। ইহাই তাঁহার প্রকৃত মানদ ধর্ম্ম, ইহাতে তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কিছুমাত্র অভাব নাই—ইহাই গুরুদাসানুদাসের করযোড়ে নিবেদন।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

পূর্ব্ববঙ্গ প্রচার

এই বছরে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের নির্দ্দেশে বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা প্রচুর গ্রামবাসীকে সনাতনধর্ম্ম পালনরত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক বাংলাদেশী ভক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সনাতনধর্ম্মের সার শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ব্যাখ্যা করিলেন, কে সনাতন অর্থাৎ শাশ্বত কে? আবার, স্বয়ং উত্তরে বলিলেন—আমি ও তুমি।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্
(গীতাঃ ২।১২)

"পূর্ব্বে যে আমি কখনও ছিলাম না তাহা নহে। তুমিও যে ছিলে না এমনও নহে। এই রাজন্যবর্গও যে ছিল না তাহাও নহে। অর্থাৎ আমরা যেমন এখন আছি সেইরূপ পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব।"

সুস্পষ্ঠভাবে শ্রীকৃষ্ণ জীবাত্মার পরিচয় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেব বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥
(গীতাঃ ২।২৪–৫)

"এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বত্রগামী, স্থির ও অবিচলিত এবং সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং জন্মাদি ষড়্‌বিকার (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও বিনাশ) রহিত বলিয়া কথিত হন। অতএব এই জীবাত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া তুমি আর শোক করিতে পার না।"

আমরা এই শ্লোকের অর্থ ঠিকমত বুঝিতে পারিলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করিব।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥
(গীতাঃ ৩।৩৫)

"সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর মরণও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়সঙ্কুল।"

এখানে 'স্বধর্ম্ম' মানে জীবাত্মার ধর্ম্ম ও সনাতন ধর্ম্ম এবং 'পরধর্ম্ম' মানে সাংসারিক ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবন নির্ব্বাহ, পরিবার রক্ষণ, রাজনীতি ইত্যাদি জাগতিক ধর্ম্ম সকল। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশে তিনি আন্তরিকভাবে জীবগণ সকলকে ডাকিয়াছিলেন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীাঃ ১৮।৬৬)

"সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।"

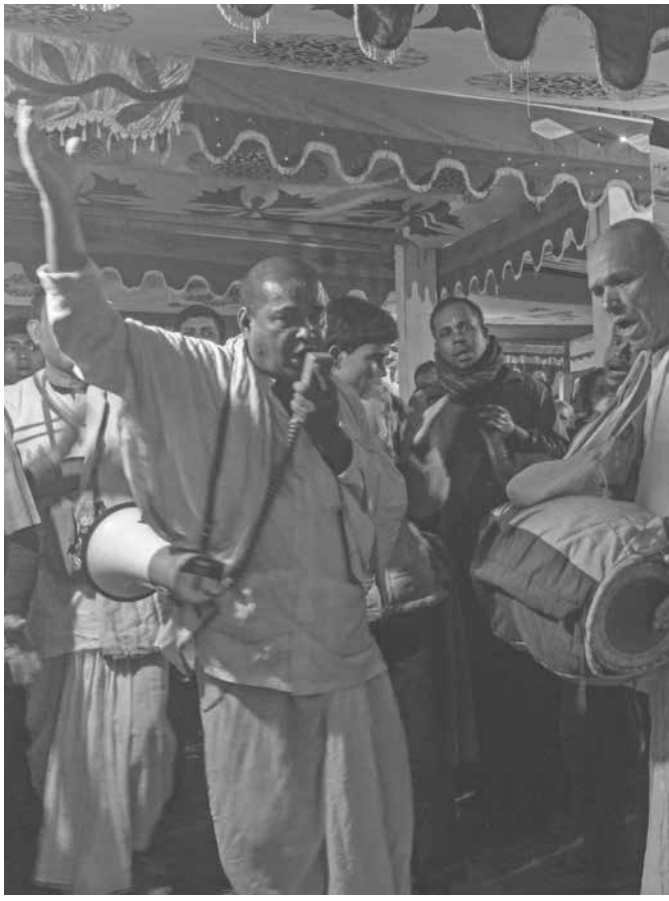

সমস্ত রকম অনিত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবগণ কি করিবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
(গীতাঃ ১৮।৬৫)

"তুমি আমারই চিন্তা কর, আমারই সেবা কর, আমারই পূজা কর, ও আমাকেই আত্মনিবেদন কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয় সখা।"

এই শিক্ষার অনুশীলন করিতে বর্ত্তমান এই কলিযুগে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাস্তব উপদেশ অর্থাৎ প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

এই বছর শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভক্তবৃন্দ পূর্ব্ববঙ্গ গিয়াছিলেন এবং এইসব মধুর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের আগ্রহী ভক্তবৃন্দের মাঝে বিতরণ করিয়াছিলেন।

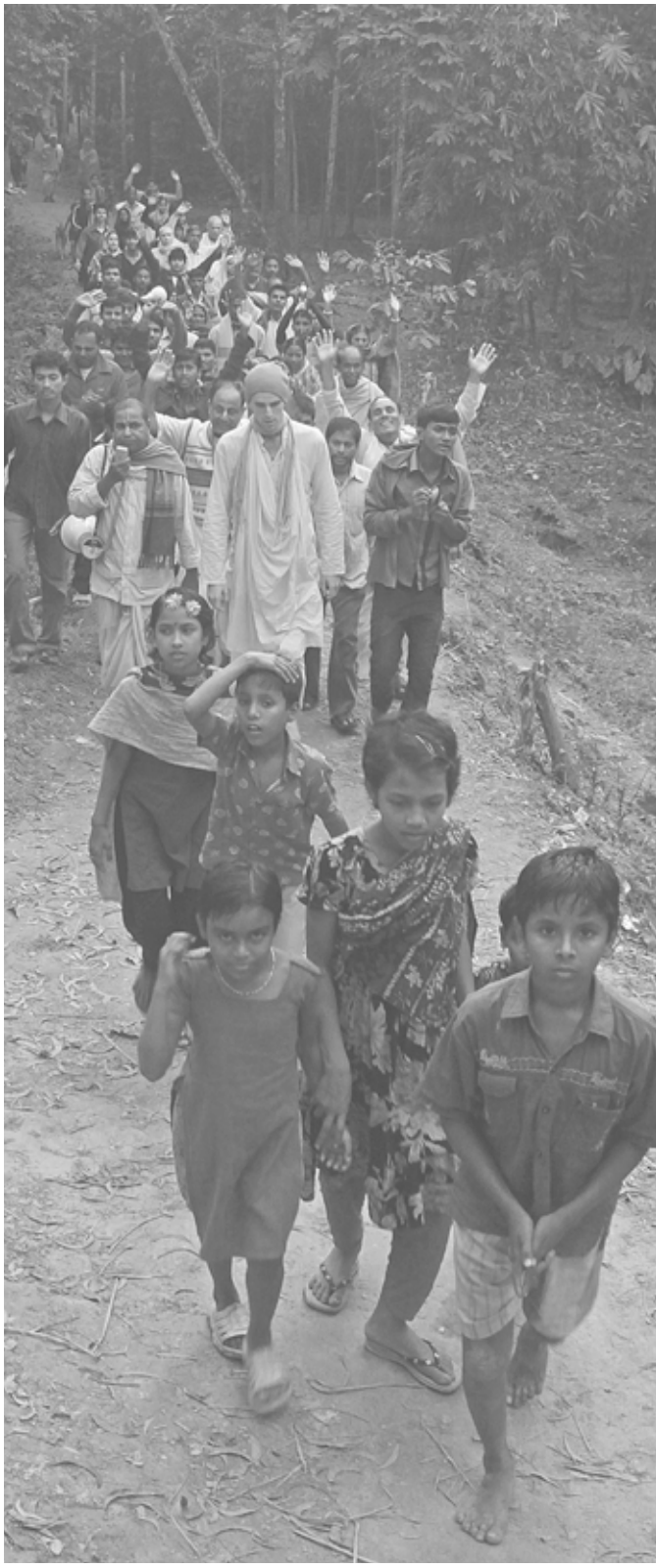

গঙ্গাসাগর মেলা

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ বর্ত্তমান বছরে একটি নূতন মন্দির গঙ্গাসাগর নিকটস্থ চকফুলডুবি গ্রামে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হাজার হাজার ভক্তের উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গাসাগর মেলায় একটি বিশাল মণ্ডপ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধনে সপ্তাহব্যাপী গঙ্গাসাগর মহোৎসবে আগত প্রায় এক লক্ষ ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিলেন। মকরসংক্রান্তি দিবসে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচুর ভক্ত সমারহে মহাসংকীর্ত্তন করিয়া অসংখ্য মানুষের সম্মুখে শ্রীগঙ্গাদেবীর আরতি করিয়াছিলেন। এইভাবে নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার মধ্য দিয়া ভক্তগণের আনন্দ ও উৎসাহ বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

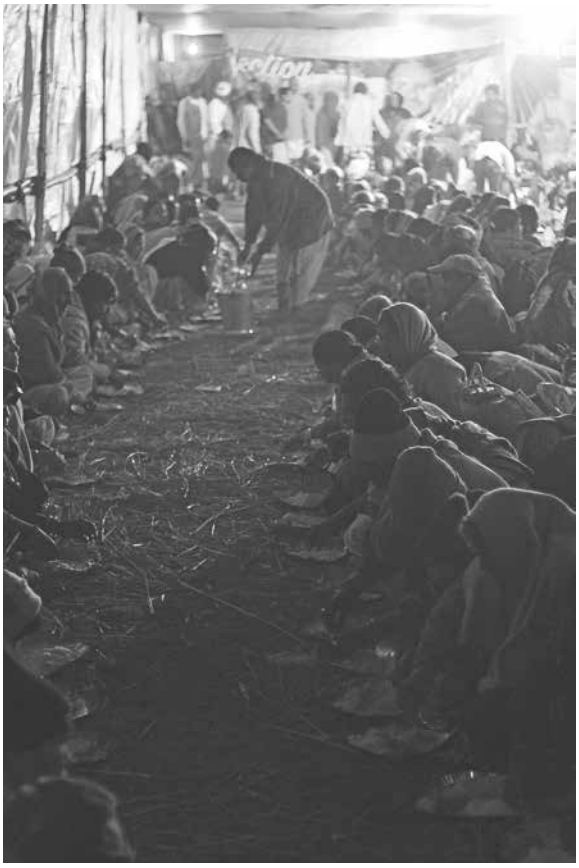

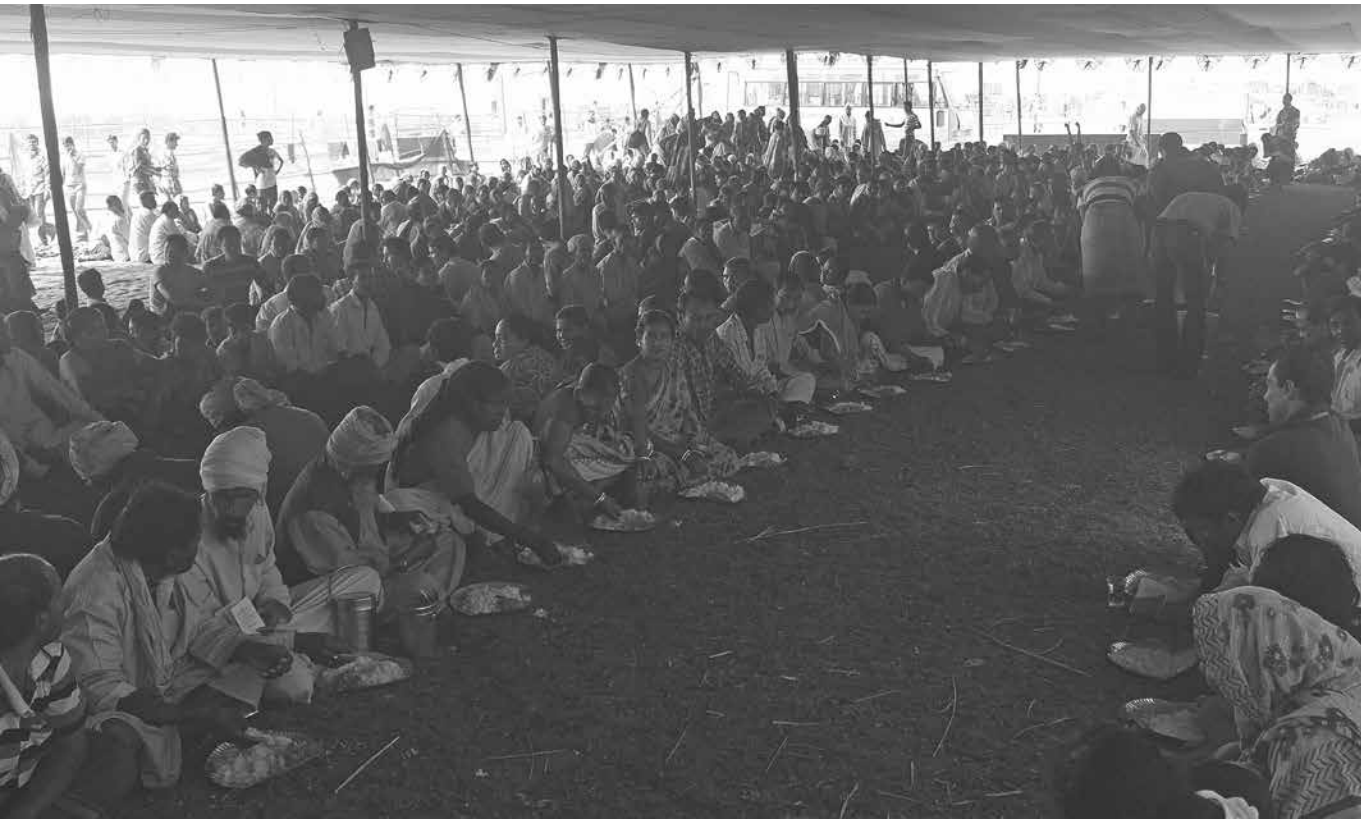

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বিদেশী ভক্তরা আমাদের শ্রীগুরুবর্গের দিব্য সম্পদ—অমূল্য বাণী—বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকপিলদেবের ইচ্ছায় ও ভগীরথ মহারাজের প্রচেষ্টায় শ্রীগঙ্গাদেবী এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। যখন ভগীরথ মহারাজ শ্রীগঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তখন গঙ্গাদেবী বলিলেন, "আমি সেথায় অবস্থান করিলে প্রচুর পাপী আমার জলে স্নান করিবে। কিভাবে আমি পবিত্র থাকিব ?" ভগীরথ মহারাজ শ্রীগঙ্গাদেবীকে বলিলেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥
(ভাঃ ৯।৯।৬)

"হে দেবি! কর্ম্মফলে অনাসক্ত ভোগবাসনা-রহিত বিশুদ্ধচিত্ত বেদবিচারে সুনিপুণ জগৎপবিত্রকারী সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সদা বিরাজমান।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগঙ্গাদেবী এই ধরায় আসিয়া মহারাজ ভগীরথের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীগঙ্গাদেবী কপিলদেবের সম্মুখে আসিয়া মহারাজ ভগীরথের পিতৃবর্গ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সাধারণ লোকজন পাপ মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে গঙ্গায় স্নান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা শ্রীগঙ্গাদেবীর প্রকৃত মাহাত্ম্য নহে। বস্তুতঃ শ্রীগঙ্গাদেবী যাহা ভগবদ্ভক্তি প্রদান করেন তাহাই শ্রীগঙ্গাদেবী মাহাত্ম্য।

ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃত-ব্রতাঃ॥
(ভাঃ ৯।৯।১৩)

"ভস্মীভূত অঙ্গের দ্বারা যে গঙ্গার সেবা করিয়া ভগীরাথের পিতৃবর্গ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, যে সকল ব্যক্তি ব্রতধারণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে সেই দেবীকে সেবা করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ?"

শ্রীমদ্ভাগবতেও কপিলদেব শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে একটি বিশেষ তুলনা করিয়াছিলেন—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানণ ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেনবং জনাঃ ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১১–১৩)

"আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী (হেতু রহিতা, স্বতঃসিদ্ধা) ও অব্যবহিতা (ব্যবধান বা অবান্তর-ফলানুসন্ধান-রহিতা)। সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃতসেবা ব্যাতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

এই রকম শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত এবং তদনুসরে আচার ও প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দ লইয়া গঙ্গাসাগর মেলায় বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুপূজা

শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ৮৪তম আবির্ভাব মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব বছরের ন্যায় এই বছরেও ভক্তরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে একত্রিত হইয়া শ্রীল গুরুদেবের মাহাত্ম্য ও স্নেহপূর্ণ উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীল গুরুদেবের জীবনচরিত্র ও শিক্ষা সুস্পষ্টভাবে শ্রীরূপানুগ ভজনের সকল ধারাকে উদ্ভাসিত করেন। তাঁহার গুর্ব্বৈকনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি উপলব্ধি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় উদার, ব্রজগোপের ন্যায় নির্ভয়তা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে উৎসাহ, সমস্ত রকম সেবায় নিপুণতা, মৃদু বৈদগ্ধ্য, প্রগাঢ় শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতা, সংগীতে দক্ষতা, সত্যে গভীরতা, দীনদয়ার্দ্রতা, অসীম ধৈর্য্য, অদোষদর্শন, সারগ্রাহী ক্ষমতা, ভগবৎপ্রসাদের প্রতি আসক্তি, হৃদগত সরলতা, দৈন্যতা, সাধুসঙ্গে প্রমোদ, শিক্ষনীয় কৌতুকপূর্ণতা, নিরন্তর আশাপূর্ণ হৃদয়, সাহস সঞ্চারী বাক্য, হৃদস্পর্শী ভালবাসা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্য ইত্যাদি গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা অতিসুন্দরভাবে করেন। শ্রীল গুরুদেব চিন্তাস্রোত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অপ্রাকৃতজগতে থাকেন। তাঁহার গুরুদেব, পরমহংসকুলবরেণ্য শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী

মহারাজ, তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "গোবিন্দ মহারাজের সেবা কখনও নির্গুণ সেবাময় ভূমিকা হইতে বাহিরে যায় নাই।"

শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গ মাধ্যমে প্রত্যেক জীব শ্রীব্রজধামের শক্তি ও মাধুর্য্য অনুভব করিতেন। তাঁহার প্রভাবে অসংখ্য জীবগণ সংসার আসক্তি ছাড়িয়া ভাগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। আমরা শুধুমাত্র তাঁহার কৃপায় তাঁহার দিব্য স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। তাঁহার চরিত্র ও লীলা অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়। কিন্তু শ্রীল গুরুদেব নিজেই তাঁহার রচনাতে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য বর্ণনা করিয়াছিলেন।

আমি চাই না হ’ তে এই জগতের
স্বরাজ-দণ্ডধর।
আমি চাই না হ’ তে মুক্তি-পথের
নবীণ ন্যাসীবর ॥

আমি নাই বা গেলাম পুরী, গয়া, কাশী, বদরীনারা’ণ
নাই বা এলাম ঘুরি’
যদি কোন জন্মে পাইরে হোতে
বৈষ্ণব-কিঙ্কর।
আমার সকল আশাই মিট্ বে রে ভাই
পাই যাদি ঐ বর ॥

আমি আর্য্যানার্য্য ম্লেচ্ছ সবায়
লাগাইব ব’ লে কৃষ্ণসেবায়
চড়াইব সবে গোলোকের না’য়
পৃথ্বী করিব শূণ্য ॥
আমি গুরুদাস—নহি অন্য ॥

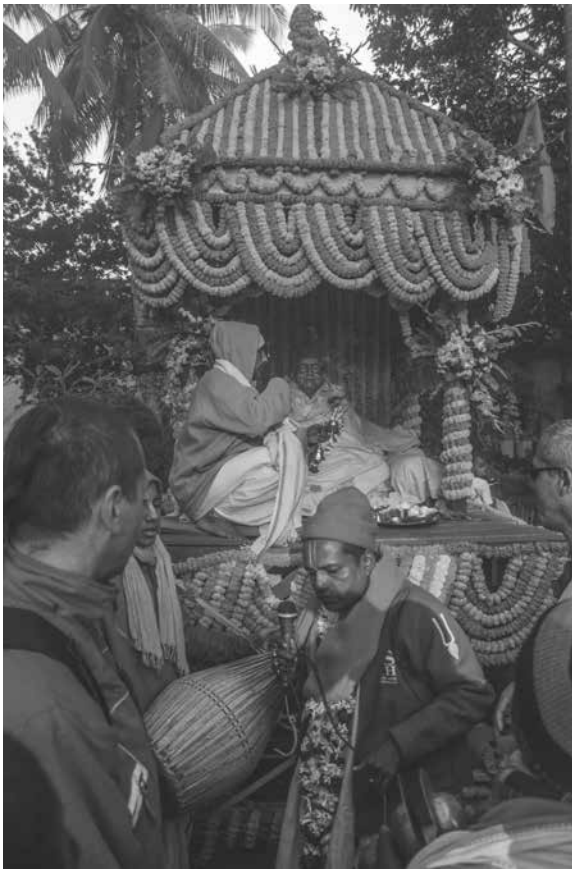

আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিরন্তর নিষ্কপট ভজন করাই শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের প্রধান আদর্শ। শ্রীল গুরুদেব শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মূল সম্পদ সংগ্রহ দ্বারা অনুসরণীয় জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

আমরা এই অনিত্য সংসারে ভগবৎসুকৃতির ফলে তাঁহার দিব্যসঙ্গ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পাইলে আমরা নিত্যসেবার নিমিত্ত সুস্থির আশ্রয় পাইয়া পরম মঙ্গল লাভ করিব।

ভক্তিসুন্দরগোবিন্দগোস্বামী-শ্রীজগৎগুরোঃ
অত্যুদার-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব পীঠ শ্রীএকচক্রাধামে শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘের মন্দিরে পূর্ব্ব বছরের ন্যায় এ বছরেও শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদাশীর উপলক্ষে বিপুলভাবে মহোৎসব আয়োজন করিয়াছিলেন। সারাপৃথিবী হইতে ভক্তরা শ্রীগুরু-শ্রীগৌর-শ্রীনিত্যানন্দ-জীউর নিমিত্ত বিশেষ উপহার লইয়া আসিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন বস্ত্র ও অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের আনন্দের সীমা ছিল না। শ্রীল বৃন্দবান দাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বন্দনা সবার মনে পড়িয়াছিল।

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কলমায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে কগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

যাঁহাদের বাবহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি—সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ, যাঁহারা—সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা—জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রষ্ঠ, যুগধর্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাধক, এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।

মধ্যাহ্নে হাজর হাজার ভক্তগণ মন্দিরে আসিয়া পাঠকীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করিয়া বিশাল আনন্দ পাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজভোগ নিবেদন ও সঙ্কীর্ত্তনমুখে মহারতি করিবার পরে বিপুল প্রসাদ পরিবেশন করা হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ ভক্তবৃন্দ লইয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব পীঠ, শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের সেবিত শিব মন্দির ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করিয়া শ্রীএকচক্রাধাম পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু এই মায়িক জগতে দীনহীন পতিত জনের উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমাদের পরমকরুণাময় পরম গুরুদেব শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ শিক্ষা দিয়াছিলেন, "কৃপার অধিষ্ঠান ন্যায়ের ঊর্ধ্বে"। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তখন যমরাজ অর্থাৎ ন্যায়ের মূর্ত্তপ্রতিক এই অভূতপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছিলেন।

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সকল লাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলে,—"অতি ধন্য ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবানা॥"

হুঙ্কার গরজন, মহা-পুলকিত প্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
সঙরিয়া গৌরাঙ্গ-গোসাঞি ॥

যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি' যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি' পূরি' ধায় ॥

তাঁহার উদ্ধারের পরে মাধাই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন।

জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন ॥

জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায় ॥
সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
হেন বহু জীব-হিংসা করিয়াছি আমি ॥
কার বা করিলুঁ হিংসা, তাহা নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥
যা'-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোন্‌রূপে তারা মোরে করিবে প্রসাদ ?"

অতঃপর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে বৈষ্ণসেবা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

প্রভু বলে,—"শুন, কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ ॥
অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা-কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য ?
কাকু করি' সবারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার ॥"

এই লীলা স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের জীবনে এই অনর্থযুক্তদশায় এরকম অপরাধ ক্ষমা করিবার নিমিত্ত আত্মনিবেদন পূর্ব্বক দৈন্যভাবযুক্ত নিষ্কপটভাবে বৈষ্ণবসেবা করিতে ক্ষমতা পাইবার অভিপ্রায়ে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু অর্থাৎ পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবান্! আপনি আপনার নাম বহুসংখ্যক প্রকটন করিয়াছেন, সেই নামে স্বরূপ-শক্তির সমস্ত সামর্থ্য অর্পণ করিয়াছেন; স্মরণ করিবার কালও নিয়মিত করেন নাই; এইরূপ আপনার অসীম করুণা। কিন্তু হায়! আমার এতাদৃশ দুর্দ্দৈব যে, সেই নামে অনুরাগ জন্মিল না।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু হইতে সহনশীল, মিথ্যাভিমানশূন্য ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী বা বিদ্যা (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) চাই না। (শুধু এই প্রার্থনা) জন্ম জন্মে আপনাতেই আমার ফলানুসন্ধানরহিত ভক্তি হউক।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

হে নন্দনন্দন! আপনার নিত্যদাস বিষম ভব-সমুদ্রে নিমজ্জিত, আমাকে কৃপা করিয়া আপনার পাদপদ্মলগ্ন ধূলিস্থানীয় চিন্তা করুন।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

হে নাথ! আপনার নাম গ্রহণকালে কবে আমার নয়ন গলিত অশ্রুধারায়, বদন গদগদভাবে রুদ্ধ বাক্যে ও শরীর রোমাঞ্চে পরিব্যপ্ত হইবে?

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

হে গোবিন্দ আপনার বিরহে আমার নিমেষমাত্র কালও যুগের সমান বোধ হইতেছে ও চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

সেই লম্পট পদসেবা নিরতা কিঙ্করী আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মহতাই করুন বা যাহাই করুন, তিনি আমার প্রাণনাথই—পর নহেন।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয় কেন্দ্রসমূহ)

সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন নং- ৭৪১৩০২ ফোন- ৯৮৫১১৯৩৩৯১

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা- ৭০০ ০৫৫
ফোন- (০৩৩) ২৫৯০-৯১৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা
পোঃ- এয়ারপোর্ট, কলিকাতা- ৭০০ ০৫২
ফোন- (০৩৩) ২৫৭৩-৫৪২৮

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড়, গৌরবাটসাহী, পুরী, উড়িষ্যা,
পিন নং- ৭৫২০০১ ফোন- (০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১১৩ সেবাকুঞ্জ রোড়, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১১২১, ফোন- (০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দসবিসা, পোঃ- গোবর্দ্ধন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ,
পিন নং- ২৮১৫০২, ফোন- (০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম)
গ্রাম ও পোঃ- বীরচন্দ্রপুর, জেলা- বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং- ৭৩১২৪৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া, ১৫৫ নেতাজী সরণী,
শিলিগুড়ি - ৬

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- নাদনঘাট, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- জানাপাড়া, পোঃ- মেদিনীপুর,
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীল শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার
২৩৯৪, ৩য় তল, ৬ং কক্ষ, তিলক ষ্ট্রীট, চুনামণ্ডী,
পহাড়গঞ্জ, নীউ দিল্লী-১১০০৫

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার (মহিলা আশ্রম)
গ্রাম- শাশপুর, পোঃ- কালনা, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ- হাপানিয়া, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন- (০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম- বামুনপাড়া, পোঃ- খাঁপুর, জেলা- বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- মাহাদিয়া, পোঃ- কান্দী, জেলা- মুর্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ- ইসলামপুর, জেলা- মুর্শীদবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গ্রাম- চকফুলডুবি, পোঃ-সাগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন- ০৮১৫৯৯৪২৬১৭

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ- দিনহাটা, জেলা- কুচবিহার,
পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্
অমৃতবোদ্যা
শ্রীশিক্ষাষ্টক
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
প্রেমময় অন্বেষণ

শ্রীমঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শরণাগতি
শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলী
শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ

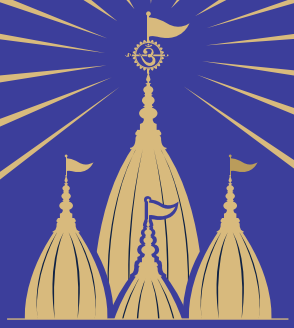

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীচৈতন্যদেব কেবল দেশ বিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের উপাস্যমাত্র নহেন, পরন্তু তিনি নিখিল চেতনের একমাত্র উপাস্য। তিনি একটি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মত প্রচার করিয়া জগজ্জীবের অমঙ্গল করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন নাই। কিন্তু অমন্দোদয়-দয়ানিধি গৌরহরি অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পৎ কৃষ্ণপ্রেমধন পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিয়া জীবমাত্রকেই মহাধনী করিবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মই একমাত্র পরধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম।

হে বন্ধুগণ, আপনারা শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত বিচারপ্রণালী সুষ্ঠুরূপে অনুধাবন না করিয়া আপনাদের যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাকেই মঙ্গলের পন্থা বলিয়া বিচার করিবেন না। সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবেরই শক্ত্যাবেশাবতার ভাগবত প্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস আমাদের ন্যায় একটি ভ্রম প্রমাদাদি দোষযুক্ত মানবমাত্র নহেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তে কোন ভ্রম প্রবেশ করিবে। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তকে একমাত্র সর্ব্ববাদিসম্মত নিত্যমঙ্গলপ্রদ পরমসত্যরূপে স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণানুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতানুশীনই আমাদের নিঃশ্রেয়স্লাভের পরমোপায়। অতএব—

“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর ‘সঙ্গ’।
তবে ত’ জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর